দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

189

চাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৭১টি পদখালি

৫০ হাজার শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

চাঁদপুর জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। দারিদ্র ও অভিভাবকদের অসাবধানতার কারণে তারা শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। অন্যদিকে, কুষ্টিয়া জেলায় ৪৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৭১ জন শিক্ষকের পদখালি থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা চাঁদপুর থেকে জানান, জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুজোগ পাচ্ছে না। চরম দারিদ্র্য ও অশিক্ষিত অভিভাবকের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের অভাবই এর অন্যতম প্রধান কারণ।

জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৪৯ হাজার ১২৯। এর মধ্যে বালক ১ লাখ ৮২ হাজার ৯শ ১৯। বালিকা হলো ১ লাখ ৬৬ হাজার ২শ ১০।

জানা গেছে, জেলার ৭ থানার বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে চাঁদপুর সদর থানায় ভর্তি হয়েছে ৪৭ হাজার ৬৬২ জন। বালক–বালিকা আছে ৫৪ হাজার ৩৬৩ জন। মতলব থানার ৭৩ হাজার ৫৭৮ জন বালক–বালিকার মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৬৯ হাজার ৬২৩ জন। হাজিগঞ্জ থানার শিশুর সংখ্যা ৫৩ হাজার ৯৫৩ জন হলেও এবার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ৪৫ হাজার ৩১৯ জন। শাহরাস্তি থানায় বিদ্যালয়ে গম-নোপযোগী শিশু ৩৬ হাজার ২৮২। আর বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ২৬ হাজার ৩১৯ জন। কচুয়া থানায় বালক–বালিকার ভর্তির সংখ্যা হলো ৪৩ হাজার ৮৩৭ জন। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা হলো ৫৫ হাজার ১৫৪ জন। ফরিদগঞ্জ থানায় ৫৪ হাজার ৪৫২ জন শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ৫০ হাজার ৮৭২ জন। হাইমচর থানায় ১৯ হাজার ৩৪৭ জন বালক–বালিকার মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ১৫ হাজার ৫৮৫ জন।

এদিকে দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুকেই নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের ক্ষুদার অন্ন সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া

সংবাদদাতা কুষ্টিয়া থেকে জানান, জেলার ৬টি থানার ৪৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৭১ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন হচ্ছে।

জানা যায়, কুষ্টিয়া সদর থানায় ৪২২ জন, কুমারখালী থানায় ১৮৯ জন, খোকসা থানায় ১৪ জন, মীরপুর থানায় ১৫৬ জন, ভেড়ামারা থানায় ১০৬ জন ও দৌলতপুর থানা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৬৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

অভিযোগে জানা যায়, কতিপয় সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ঠিকতম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন না এবং নানা অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে থাকেন। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং পেশার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে।